মানব পাচার : মিথ্যা বা বাস্তবতা?

সমর্থন প্রতিফলন

১. পাচারকারীদের প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থদের চোখে তাদের অভিবাসন প্রকল্পের সহযোগী হিসাবে দেখা হয়, অপরাধী হিসাবে নয়।

বাস্তবতা

ভুক্তভোগী ব্যক্তি তাদের দেখতে পাবে যে তারা লোক পার করে, এমন কেউ যদি ভবিষ্যতের লক্ষ্য বাড়ায় যার পরিণতি শিকারকে তার কারণগুলি বোঝার দিকে পরিচালিত করে। অপরদিকে শোষণের শিকার হলেও এই শর্তগুলিকে একমাত্র বিকল্প হিসাবে দেখতে পারে তাই কোনও প্রশ্ন ছাড়াই শোষণকারী ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে। এটিও লক্ষ্য করা উচিত যে ভুক্তভোগীরা আইন ও অধিকার ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সন্দেহজনক কারণ তারা বিবেচনা করে যে তারা নিজেরাই প্রযোজ্য নয়, স্বীকার করে যে যে ব্যক্তি শোষণ করে তার সম্ভাবনা যারা তাদের সাহায্য করতে চায় তাদেরই।

২. পর্তুগালে কি টিএসএইচ (TSH) এর ক্ষতিগ্রস্থরা আছেন?

বাস্তবতা

২০০৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে, ১৯৪৮ টি কেস নিবন্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৯৩ জন মানব পাচারের শিকার হিসাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। ৩৭৯ টি এনজিও/অন্যান্য সংস্থা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে (এখনও কিছু মামলা তদন্তাধীন রয়েছে) সূত্র : এমএআই/ওটিএসএইচ (সর্বশেষ তথ্য প্রকাশের তারিখ : জুলাই ২০১৯) পর্তুগাল একই সাথে মানব পাচারের উৎস, ট্রানজিট এবং গন্তব্যের দেশ। এই ঘটনাটি নিয়ে আসে সমস্যাযুক্ত কারণ এবং পরিণতির একটি কারণ: সংঘবদ্ধ অপরাধ, যৌন ও শ্রম শোষণ (অন্যান্য রূপের মধ্যে), সর্বাধিক উন্নত ও সর্বাধিক বঞ্চিত দেশগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য, লিঙ্গ এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যা, সমর্থন ভঙ্গ পরিবার এবং সম্প্রদায়।

৩. কোনও পর্তুগিজ ব্যক্তি কি পর্তুগালে টিএসএইচ (TSH) এর শিকার হতে পারেন?

বাস্তবতা

২০০৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এই অপরাধে ১৭৩ জন পর্তুগিজ ভুক্তভোগীর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল। সূত্র: এমএআই/ওটিএসএইচ সর্বশেষ তথ্য প্রকাশের তারিখ: জুলাই ২০১৯। মানব পাচারের শিকার হওয়ার জন্য অভিবাসী হওয়ার দরকার নেই, যে কোনো পরিস্থিতিতে কেবল শোষণের অবস্থায় থাকা। আন্তর্জাতিক, ইউরোপীয় সংজ্ঞা এবং পর্তুগিজ আইন অনুসারে, ব্যক্তিদের মধ্যে পাচারের অপরাধ সংঘটিত হয়, যে ব্যক্তি এই কাজটি সম্পাদন করে- পেশ করা, বিতরণ করা, নিয়োগ দেওয়া, প্ররোচিত করা, গ্রহণ করা, পরিবহন, সংস্থান এবং ব্যক্তি (বাসস্থান); এর মাধ্যমে- সহিংসতা, অপহরণ, গুরুতর হুমকি, প্রতারণামূলক প্রতারণা বা চালাকি, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, মানসিক প্রতিবন্ধীতা বা বিশেষ দুর্বলতার ব্যবহার; এর লক্ষ্য সহ- শোষণ, যথা যৌন শোষণ, শ্রম শোষণ, ভিক্ষা, দাসত্ব, অঙ্গ সংগ্রহ, অন্যান্য অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের শোষণ। সেখানে মানব পাচারের অপরাধ হওয়ার জন্য, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না, কেবল একই দেশের মধ্যেও এটি সংঘঠিত হয়। দন্ডবিধির ১৬০ অনুচ্ছেদ।

৪. পাচারকারীরা কর্মসংস্থান এবং পর্যটন সংস্থাগুলির মাধ্যমে, বিদেশে কাজের প্রতিশ্রুতি এবং ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ভিসা নথিপত্রের মাধ্যমে কাজ করতে পারে।

বাস্তবতা

মানব পাচারের অপরাধটি খুব সুসংহত, যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর অর্থ হল তারা একটি নেটওয়ার্কে এবং বাজারে উপলভ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবাধে ব্যবহার করে, যেমন কর্মসংস্থান এবং পর্যটন সংস্থাগুলিতে সংগঠিত।

৫. টিএসএইচের (TSH) এর ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থকে অনুসন্ধানের জায়গাটি ছেড়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়।

শ্রুতি

ভুক্তভোগীরা প্রায়শই শোষণের পরও শারীরিক স্থান ত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তবে তারা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে এবং শারীরিক বা মানসিক জোরের শিকার হতে পারে যা তাদের পালাতে সহায়তা চাইতে দেয় না। প্রায়শই, ভুক্তভোগীরাও তেমন আসে না।

৬. পাচারের শিকার সমস্ত বিদেশী লোককেই অনিবন্ধিত।

শ্রুতি

পাচারের শিকার সমস্ত ব্যক্তিরা ক্ষতিহীন নয়, তবে তারা শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে পারে যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়:

• দলিল ধরে রাখা। ভুক্তভোগীরা তাদের ডকুমেন্টস এবং অর্থ থেকে বঞ্চিত হতে পারে যে অজুহাত যে তারা নিরাপদে রাখা হয়েছে বা ভিসা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, যার ফলে এই লোকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়;

• সহিংসতা অবলম্বন এবং আন্দোলন সীমাবদ্ধ। ভুক্তভোগীদের কারাবরণ ও মাদকদ্রব্য পরিচালনা সহ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়;

• ক্ষতিগ্রস্থদের নিজেরাই, পাশাপাশি তাদের পরিবারের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করা হয়। কখনও কখনও পাচারকারীরা হুমকি দেয়, উদাহরণস্বরূপ, ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবার বা তারা যে সম্প্রদায়টি থেকে এসেছে সেগুলি জানাতে যে তারা অবজ্ঞাপূর্ণ কাজের অনুশীলনে অংশ নিতে রাজি হয়েছে, বা কর্তৃপক্ষকে বলার হুমকি দিয়েছে যে তাদের কাছে কোনও দলিল নেই।

৭. টিএসএইচ-এর আক্রান্তরা অগত্যা দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতে পড়া লোক।

শ্রুতি

মানব পাচারের সাধারণ শিকার ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ভুক্তভোগীরা শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ বা মহিলা, নিরক্ষর বা শিক্ষিত মানুষ, শারীরিকভাবে ফিট ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হতে পারে। ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন অবস্থান/দেশ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে আসতে পারেন। প্রতিটি লিঙ্গের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ধরণের শোষণের লক্ষ্য নেই এবং যে কেউ যে কোনও ধরণের শোষণের লক্ষ্য হতে পারে পুরুষরা যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে নারী পাচারের শিকার হতে পারে, শ্রম শোষণের উদ্দেশ্যে নারী এবং শিশুদের অনুশীলনের জন্য শোষণ করা যেতে পারে "ছোট অপরাধ"। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই, যাদের আশা ছিল তারা আরও ভাল জীবন পাবে বা তাদের পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করবে, এই প্রত্যাশা দিয়ে তাদের সাথে প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা করা হয়েছে। "ফৌজদারি পুলিশ সংস্থার জন্য তৎক্ষানিক হস্তক্ষেপ কিট।

৮. নিয়োগে সর্বদা শারীরিক শক্তি বা অপহরণ জড়িত।

শ্রুতি

যে সকল লোক পাচারের শিকার হয়ে উঠবে তাদের নিয়োগ বা নিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে এবং শিকারের বয়স বা লিঙ্গের পাশাপাশি শোষণের ধরণের উপর নির্ভর করে। এইভাবে এটি সম্ভব যে ভ্রান্ত চাকরির বিজ্ঞাপন, প্রেমময় সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি, পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণের সুযোগের প্রতিশ্রুতি, অন্য দেশে অভিবাসন সমর্থন বা সহায়তার প্রতিশ্রুতি বা ভুক্তভোগী অপহরণের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে যা হয় তা

হল নিচক প্রতারণা, অর্থাৎ, ভবিষ্যতের শর্তটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যা কখনই ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য এবং ফলস্বরূপ তাকে শোষণের পরিস্থিতিতে সাপেক্ষে কার্যকর হয় না।